দৈনিক জনকণ্ঠ

২১/৭/২০০১

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ..৬.. কলাম ...৪......

আওয়ামী লীগ শাসনামলে ইবিতে অধিকাংশ সময়ই ছিল উত্তাল

ইবি সংবাদদাতা ॥ আওয়ামী লীগ সরকারের গত পাঁচ বছরে কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধিকাংশ সময়ই ছিল উত্তাল। পাঁচ বছরের মধ্যে দুই বছর তিন মাসেরও অধিক সময় ক্যাম্পাসে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় আঙিনায় সকল প্রকার রাজনৈতিক মিছিল মিটিং ও সমাবেশ নিষিদ্ধ থাকরেও ক্যাম্পাসের বৃহত্তর তিনটি সংগঠন ছাত্রশিবির, ছাত্রলীগ, ছাত্রদলসহ ছাত্র ইউনিয়ন ও জাসদ ছাত্রলীগ কেউই প্রশাসনের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা মানেনি। এ সময়ের মধ্যে ৬৮টি ছোট-বড় সংঘর্ষে ৫ জন নিহত ও ২৬০ জন আহত হয়েছে। অনির্ধারিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ১৬৩ দিন। সংঘাত-সংঘর্ষের ৩৬টি ঘটেছে ছাত্র শিবির ও ছাত্রলীগের মধ্যে। বাকি সংঘর্ষগুলো ছাত্রলীগ বনাম ছাত্রলীগ, ছাত্রলীগ বনাম ছাত্রদল কিংবা জাসদ ছাত্রলীগের সঙ্গে অন্য কোন সংগঠনের। পাঁচ বছরের অধিকাংশ সময় ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে ছাত্রশিবিরের দাপট প্রতিহত করতে না পেরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে থেকেছে। আবাসিক হলগুলোতে শিবিরের একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল। ছাত্রদল শিবিরের সঙ্গে আঁতাত করে আবাসিক হলগুলোতে রাতযাপন করলেও শিবিরের কথা অনুযায়ী তাদের চলতে ফিরতে হয়েছে। শিবিরের হাতে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়েছে এমন নেতাকর্মী ছাত্রদলের প্রায় ৩৫ জন রয়েছে। ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র মৈত্রী সম্মিলিত গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য ক্যাম্পাসে সুষ্ঠুভাবে রাজনীতি করেছে। তবে তাদের রাজনীতির উন্নয়ন ঘটেনি তেমনটি। জাসদ ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে অল্পসংখ্যক বহিরাগত নিয়ে দাপটের সঙ্গে রাজনীতি করেছে। ছাত্রলীগে আন্তকোন্দল ও নেতৃপর্যায়ে ভুল বোঝাবুঝি থাকায় তাদের একতা বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল শেষ সময়ে। অর্থের বিনিময়ে চাকরি প্রদান ও প্রশাসনকে চাপের মুখে রেখে ফায়দা হাসিলের জন্য ছাত্রলীগ বিশেষভাবে সমালোচিত হয়েছে প্রগতিশীল শিক্ষকসহ মৌলবাদী শিক্ষক-কর্মকর্তাদের নিকট। ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির ঠিকাদারী কাজে সুবিধা করার চেষ্টা করেছে। ছাত্রলীগের স্থানীয় ঠিকাদাররা ক্যাম্পাসে কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের সঙ্গে ন্যক্কারজনক আচরণ করেছে। শিক্ষকদের রাজনীতির শিকার হয়েছে ছাত্র সংগঠনগুলো। শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নিয়ে বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়ে আছে, যা দ্রুত সমাধান হবার যোগ্য নয়। জিয়াপন্থী ও গোলাম আযমপন্থী শিক্ষকরা স্বার্থের তাগিদে ঐক্য গড়লেও প্রগতিবাদী শিক্ষকদের গ্রুপ শাপলা ফোরামে রয়েছে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব। এ সবের প্রভাব পড়েছে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছাত্র রাজনীতিতে।

ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ থাকলেও কেউ মানেনি